গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

**বিষয়ঃ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী**

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি |
| সভার তারিখ | : | ১৮.০২.২০১৯ খ্রি. |
| সময় | : | বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা |
| স্থান | : | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ |
| সভার উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট ''ক'' |

১। সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ইলিশ তথা জাটকা সংরক্ষণে এটাই তাঁর প্রথম সভা বলে উল্লেখ করেন। তিনি জাতীয় মাছ ইলিশের সাম্প্রতিক সময়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও আহরণের পরিমাণ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশী হওয়ার কারণ সঠিক সময়ে সকলের সহযোগিতায় জাটকা সংরক্ষণ ও প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধ রাখার ফল বলে উল্লেখ করেন। এজন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান। অত:পর তিনি সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে সভা পরিচালনা করার অনুরোধ জানান। মন্ত্রণালয়ের সচিব আজকের সভা আহবানের প্রেক্ষাপট সকলকে অবহিত করেন। সচিব মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশে ৫.১৭ লক্ষ মে.টন ইলিশ ধরা পড়েছে। এ বছরে তুলনামূলকভাবে ইলিশের সাইজ বড় পাওয়া গেছে। সচিব মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম চলার সময় জেলেদেরে কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পূর্বের ন্যায় এ বছরও ৪ মাসের জন্য ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলার জেলে পরিবারের জন্য মাসিক পরিবার প্রতি ৪০ কেজি হারে মোট ৩৯৭৮৭.৮৪ (উনচল্লিশ হাজার সাতশত সাতাশি দশমিক আট চার) মে.টন বিশেষ ভিজিএফ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগের ফলে আরো ১০ টি জেলার জেলে পরিবারের জন্য ৪৭৪৮০ (সাতচল্লিশ হাজার চারশত আশি) টি শুকনা খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ পাওয়া যায়। তিনি বিগত বছরের সাফল্যের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিরলস পরিশ্রম, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সর্বাত্নক সহযোগিতা, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, নৌ-পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীসহ সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এক্ষেত্রে জেলে, মৎস্যজীবী, এ সংক্রান্ত পেশাজীবী সমিতিসমূহ ও বাজার কমিটি, বরফকল সমিতি ইত্যাদি সকলের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন ও ধন্যবাদ জানান। পূর্ববর্তী বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে চলতি বছরেও যথোপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা হবে বলে তিনি জানান। এ বছরে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্যে সপ্তাহ ব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখ, স্থান, শ্লোগান ও অন্যান্য কার্যক্রম বিষয়ে পর্যায়ক্রমে সকলের পরামর্শ ও মতামত আহবান করেন।

০২। এ পর্যায়ে সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এজেন্ডাওয়ারী সভার আলোচনা শুরু করেন। মহাপরিচালক জানান যে, ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বসাধারণকে সচেতন করা এবং ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে এ বিষয়টিকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্যই প্রতি বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। অত:পর তিনি চলতি সনে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্বোধনের জন্য পূর্বে অনুষ্ঠিত ২০১০ থেকে সকল তথ্য উল্লেখ করে এবারের জন্য চারটি জেলার নাম প্রস্তাব করেন। সম্ভাব্য জেলাসমূহ হলো ভোলা, চাঁদপুর, শরীয়তপুর ও মানিকগঞ্জ। তিনি সভায় বিগত ১০ বছরে কোন কোন স্থানে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্বোধন হয়েছিল সে বিষয়টিও উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ, নৌ পুলিশ, কোস্ট গার্ড, বিজিবির প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনায় ইলিশের আধিক্য চলাচল ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি উপযুক্ত স্থানে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্বোধনী জনসমাবেশ এবং তৎসংলগ্ন নদীতে নৌ-র‍্যালির আয়োজনের বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

০৩। জাটকার প্রাচুর্যতা ও অনুকূল আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করে চলতি বছর মার্চ মাসের ২য় সপ্তাহে ''জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯'' উদ্‌যাপনের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় প্রস্তাব দেন। অত:পর সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আগামী ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন এবং ১৬ মার্চ ২০১৯ জাটকা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন এবং নৌ র‍্যালির তারিখ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। সপ্তাহ শুরুর আগের দিন প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে জাতির কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হবে বলেও আলোচনায় একমত পোষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন উপজেলা নির্বাচন এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারিখের পরিবর্তন হতে পারে। তাছাড়া জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে প্রস্তুতকৃত ১৪ টি শ্লোগানের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনান্তে "কোনো জাল ফেলবো না- জাটকা ইলিশ ধরবো না" শ্লোগানটি তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে বিধায় এ বারের শ্লোগান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া জাটকা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে চারটি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার পক্ষে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

০৪। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এ গৃহীতব্য কার্যক্রমের দিন ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ সভায় উপস্থাপন করেন। অত:পর কিছু সংশোধনীসহ কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কর্মসূচি (সংলাগ-১) ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি (সংলাগ-২) চূড়ান্ত করা হয়।

০৫। সভায় সচিব জাটকা সপ্তাহের ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি রেডিওসহ সকল গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা, আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি পূন: পূন: প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে সরকারের তথ্য দপ্তরের মাধ্যমে গ্রাম/শহরে স্বচিত্র ভিডিও, তথ্যচিত্র ও নাটিকা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। এছাড়াও বিএফআরআই ও বিএফডিসি নিজস্ব উদ্যোগে তাদের সুবিধাজনক ইলিশ আধিক্য এলাকায় পৃথক পৃথকভাবে প্রচারণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থা দুটিকে নির্দেশ দেন।

০৬। মার্চ-এপ্রিল মাসের জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের মনিটরিং মৎস্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় থেকে নিবিড়ভাবে করতে হবে। প্রতিদিনের তথ্য মেইলে মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

০৭। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. আগামী ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯ উদযাপিত হবে;
২. আগামী ১৬/০৩/২০১৯খ্রি. রোজ শনিবার ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি উপযুক্ত স্থানে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এর উদ্বোধনী জনসমাবেশ এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তৎসংলগ্ন নদীতে নৌ-র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে;
৩. এ বছরে জাটাকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের জন্য ৩৬ (ছত্রিশ)টি জেলা যথাঃ (১) ঢাকা (২) মানিকগঞ্জ (৩) কিশোরগঞ্জ (৪) রাজবাড়ী (৫) শরীয়তপুর (৬) মাদারীপুর (৭) ফরিদপুর (৮) মুন্সীগঞ্জ (৯) নারায়ণগঞ্জ (১০) নরসিংদী (১১) টাঙ্গাইল (১২) গোপালগঞ্জ (১৩) ভোলা (১৪) পটুয়াখালী (১৫) বরিশাল (১৬) পিরোজপুর (১৭) বরগুনা (১৮) ঝালকাঠি (১৯) চাঁদপুর (২০) লক্ষীপুর (২১) ফেনী (২২) নোয়াখালী (২৩) চট্টগ্রাম (২৪) কক্সবাজার (২৫) খুলনা (২৬) কুষ্টিয়া (২৭) বাগেরহাট (২৮) সাতক্ষীরা (২৯) রাজশাহী (৩০) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩১) সিরাজগঞ্জ (৩২) নাটোর (৩৩) জামালপুর (৩৪) পাবনা (৩৫) কুড়িগ্রাম (৩৬) গাইবান্ধা নির্ধারণ করা হয়। এ সকল জেলার ইলিশ সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোতেও এ কার্যক্রম চলবে।
৪. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ৩৬টি জেলার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানাতে হবে। অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সশস্ত্র বাহিনীর জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ ও আর্মস ফোর্সেস ডিভিশন (এএফডি) এ অনুরোধ জানাতে হবে;
৫. ভোলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে;
৬. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এর কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের অনুমোদিত কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হয়;
৭. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ এর শ্লোগান হিসেবে "কোনো জাল ফেলবো না-জাটকা ইলিশ ধরবো না" শ্লোগানটি ব্যবহৃত হবে;
৮. মৎস্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় থেকে জাটকা বন্ধ করার কার্যক্রমের নিবিড় মনিটরিং করতে হবে;

৯. জাটকা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার এবং সপ্তাহ উদযাপনের জন্য তথ্য/শ্লোগান সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্লোগানটি মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

১০. "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯" উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ১৫/০৩/২০১৯ তারিখে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে;

১১. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০১৯-এর নৌ র‍্যালিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে সুসজ্জিত নৌকা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমিতিকে অনুরোধ জানানো হয়;

১২. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষে চারটি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে;

১৩. কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুবিধামত তারিখ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আয়োজনে ঢাকার বাইরে কোন জেলায় ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে;

১৪. জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদির রেকর্ডিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন;

১৫. প্রচার উপযোগী বিদ্যমান টিভি স্পট/ভিডিও প্রচারের পাশাপাশি চলতি অর্থ বছরে নতুন ডেকুমেন্টারী/টিভি স্পট/ফিলার তৈরী ও প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬. বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বাংলাদেশের ৩টি স্থান যথা: কক্সবাজার, মহিপুর ও বরগুনায় জনসচেতনতামূলক সভা আয়োজন করবে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট চাঁদপুর, কক্সবাজার এবং বাগেরহাটে এ জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

০৮। সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি জাটকা সংরক্ষণে জিরো টলারেন্স প্রদর্শন এবং চলতি বছর জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা

নম্বর-১৮.০০.০০০০.০১৬.৩৩.০৯৯.১৮(অংশ-১)-৩৭৬

তারিখ: ০৫-০৩-২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

(নাহিদ-উল-মোস্তাক)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
ফোন: ৯৫১৫৫৫১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চবক/মোবক/পাবক/বাস্থবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গভীর সমুদ্র বন্দর সেল, বেইলী রোড, ঢাকা।
৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৫। কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৬। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
৭। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৮। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।